জীবননগরে আম বাগান থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

জীবননগর উপজেলার ৪নং সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামের একটি মাঠ থেকে দিনমজুর মিরাজ হোসেন (২০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় জীবননগর থানা পুলিশ কয়া গ্রামের পার্শবর্তী বেলে মাঠের চতুর মিয়ার আম বাগান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

নিহত মিরাজ হোসেন কয়া গ্রামের উত্তর পাড়ার মোশাররফ হোসেনের ছেলে। মিরাজ পেশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতো।
নিহত মিরাজের পিতা মোশাররফ হোসেন জানান,পারিবারিক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’দিন আগে ছেলে মিরাজের সাথে মনোমালিন্য হয়। এরই জের ধরে গত শনিবার বিকেল থেকে মিরাজ আর বাড়িতে ফেরেনি।

রবিবার সকালে গ্রামের কৃষকরা গ্রামের পার্শবর্তী বেলে মাঠে কাজ করতে গিয়ে আম বাগানের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় মিরাজের মরদেহ দেখতে পায়। এর পর তারা বিষয়টি জীবননগর থানা পুলিশকে খবর দিলে বেলা সাড়ে ১২ টার সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মিরাজের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,রবিবার দুপুরে সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামের একটি আম বাগান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মিরাজ হোসেন নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয়া হয়েছে।
ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে লকডাউন চলছে ঢিলেঢালা, খুলছে দোকান-পাট, নেই স্বাস্থ্যবিধি

ঝিনাইদহে কঠোর লকডাউনের ৩য় দিনে চলছে ঢিলেঢালা ভাবে। সড়ক মহাসড়কে বাস বন্ধ থাকলেও ইজিবাইক, মাহেন্দ্র চলাচল করছে। গাদা- গাদি করে বহন করা হচ্ছে যাত্রী।

রোববার সকালে শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাজার, ভাটই বাজারসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেছে বসানো হয়েছে হাট-বাজার। চলছে কেনা-বেচা। সেখানে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্য বিধি। অনেকেই মাস্ক ছাড়া চলাচল করছেন। খোলা হচ্ছে হোটেল, রেস্তোরা, চায়ের দোকান, পোশাকের দোকান।

ভাটই হাটে আসা রাসেল হোসেন নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, লকডাউন দিয়েছে তো কি করব ভাই। সকালে মানুষ হাটে পেঁয়াজ আনছে। পেয়াজ আনছে তাই কিনছি। একটু ভীড় হচ্চে কিছু তো করার নেই।

চা দোকানী হাসান আলী বলেন, ভাই পেটের দায়ে দোকান খুলিছি। লকডাউন চললেও কিছু করার নেই। ছবি তুলে আমার আবার বিপদে ফেলেন না। দোকান না খুললি চলব কি করে। মাস্ক পরেন নি কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, কত সময় মাস্ক পরে থাকবো। দোকান চালাচ্ছি তাই খুলে রাখছি। আবার পরবনে।

এদিকে ঝিনাইদহ জেলা শহরের পোস্ট অফিস মোড়, মুজিব চত্বর, আরাপপুর বাসস্ট্যান্ডসহ কয়েকটি স্থানে পুলিশের পক্ষ থেকে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। শহরে চলাচলকারীদের থামিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। বিনা কারণে বাইরে বের হলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা বলেন, লকডাউন কার্যকরে জেলা শহরসহ ৬ টি উপজেলায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। গত দুই দিনে জেলায় ৮৬ টি মামলায় ৪৩ হাজার ৭’শ ৫০ টাকা জরিমারা করা হয়েছে। তাছাড়া লকডাউনে জরুরী প্রয়োজনে যারা বাইরে বের হচ্ছেন তাদের স্বাস্থ্যবিধি মানতে নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ঝিনাইদহে বেড়েছে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা

ঝিনাইদহে আবারো বাড়তে শুরু করেছে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৬ জন। এছাড়াও নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ২৮৯জন।
সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, শনিবার সকাল ৮ টা থেকে রোববার সকাল ৮ টা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে করোনায় ২ জন ও উপসর্গ নিয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এছাড়াও ২৪ ঘন্টায় আসা ৭’শ ১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২’শ ৭৯ জনের করোনা পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তের হার ৩৮ দশমিক ৯১ ভাগ। আক্রান্তদের মধ্যে সব থেকে আক্রান্তের সংখ্যা সদর উপজেলায় ১৫৪ জন। এছাড়াও শৈলকুপায় ১৫ জন, হরিণাকুন্ডুতে ১৮ জন, কালীগঞ্জ উপজেলায় ৪৯ জন, কোটচাঁদপুরে ৩৫ জনও মহেশপুরে আক্রান্ত হয়েছে ৮ জন। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৭ হাজার ১’শ ৫ জনে।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশিদ জানান, হঠাৎ করেই ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে রোগীর চাপ বেড়েছে। গত ২ দিন হাসপাতালে রোগী ভর্তি বেশি হচ্ছে। গত ২৩ জুলাই হাসপাতালে রোগী ভর্তি ছিল ৮৭ জন। সেখানে বর্তমানে রোগী ভর্তি রয়েছে ১০৬ জন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঝিনাইদহ ১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই ২০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেছেন। রবিবার বেলা ১২টায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা ডা: রাশেদ

আল মামুনের হাতে এসব সরঞ্জাম তুুলে দেওয়া হয় । ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন ও ম্যাক্স গ্রুপের পক্ষ থেকে ৪০ লিটারের ১০ টি ও ১০ লিটারের ১০ টি সিলিন্ডার এমপি আব্দুল হাইয়ের নিকট প্রদান করা হয়। তার পক্ষে এ সব সরঞ্জাম তুলে দেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মতিয়ার রহমান বিশ্বাস, যুগ্ন আহ্বায়ক সরোয়ার জাহান বাদশা, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামিম হোসেন মোল্লা,, উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক শামিমার রশিদ জোয়ার্দার, ছাত্রলীগের সভাপতি দিনার বিশ্বাস,স্বেচ্ছা সেবক লীগের সভাপতি জুয়েল পারভেজ কর্নেল সাবেক উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা নাসরিন লিপি, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন সম্পাদক আবুজর গিফারী গাফ্ফার, মানবাধিকার কর্মি জুলফিকার শাহিন টিটু সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন এমপি আব্দুল হাই। ডাঃ রাশেদ আল মামুন বলেন,করোনার এই মহামারীর সময় সমাজের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিত্তবানরা এভাবে এগিয়ে আসলে জীবন বাঁচবে অনেক মুমূর্ষ রোগীর তাই সমাজের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিত্তবানদের প্রতি কঠিন সময়ে শৈলকুপার মানুষের পাশে দাড়িয়ে সহযোগীতার হাত বাড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানান ।

শামীম হোসেন মোল্লার তত্ত্বাবধানে আইইবি -ম্যাক্স গ্রুপের সহায়তায় করোনাকালীন সময়ে এই অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো যতবার প্রযয়োজন হবে বিনা খরচে রিফিল করে পুনরায় সরবরাহ করা হবে এবং প্রয়োজনে সিলিন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

শৈলকুপায় গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ, স্বামী ও শশুড়-শাশুড়ী

পলাতক

ঈদে দাওয়াত না দেওয়াই প্রাণ গেল গৃহবধু সাথী(৩০) খাতুনের, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে স্বামী, শশুড়-শাশুড়ীর বিরুদ্ধে। বর্তমান তারা পলাতক রয়েছে। ঝিনাইদহের শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়নের নাদপাড়া গ্রামে রবিবার রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সে একই ইউনিয়নের ভাটবাড়িয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে।

বিয়ে হয় নাদপাড়া গ্রামের বারিক আলীর ছেলে মোঃ ফজলুর সাথে। সাথীর বাবা নজরুল ইসলাম বলেন, অভাবের সংসারে এবারের ঈদে কোরবানী দিতে পারেনি বলে জামাই ফজলুকে দাওয়াত দেইনি এর পর থেকে জামাই ও তার বাবা –মাকে কেন দাওয়াত দেওয়া হয়নি এই বলে আমার মেয়েকে অত্যাচার শুরু করে ও ঝড়গা-বিবাদে লিপ্ত হয়, একপর্যায়ে তাকে হত্যা করে বারান্দার বাটামের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। আমার মেয়ের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন আছে।

রবিবার সকাল ৭টার দিকে গ্রামের লোকজন আমাদের সংবাদ দিলে আমরা আমার মেয়েকে তার শশুড় বাড়িতে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। সাথীর মেয়ে শারমিন(১২) বলেন,কয়েকদিন ধরেই আমার মায়ের সাথে আমার বাবা, দাদা দাদীর ঝড়গা চলছিল ◌্এরই জেরে তারা আমার মাকে মেরে ফেলেছে। অন্যদিকে গৃহবধুর স্বামী শশুড়- শাশুড়ী পলাতক থাকায় তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে প্রতিবেশীরা জানান, মেয়েটাকে প্রায়ই তার শশুড় –শাশুড়ী নির্যাতন করতো।

তাদের পুরা পরিবারই মাদকাসক্ত।সুরতহালকারী কর্মকর্তা রেজাউল ইসলাম বলেন, মৃত গৃহবধূর শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক দাগ পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত শেষে সবকিছু বলা যাবে। বর্তমান লাশ ঝিনাইদহের সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় মাইক্রোবাসের

ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত

কুষ্টিয়ায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় নিজাম উদ্দিন (৬৪) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন।

রবিবার ভোরের দিকে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ মহাসড়কের কুমারগাড়া বিআরবি’র সামনে বেপরোয়াগামী মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত নিজাম উদ্দিন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কুমারগাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি বিআরবি ইন্ডাস্ট্রির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বিরুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, ফজরের নামাজ পড়ে প্রতিদিন নিজাম উদ্দিন হাঁটতে বের হতেন। আজ সকালেও হাঁটতে হাঁটতে বেড় হয়েছিলেন। বিআরবি এর সামনে পৌঁছালে পিছন থেকে আসা একটি বেপরোয়াগামী মাইক্রোবাসে তাকে ধাক্কা দেয়। এতে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়ে ঘটনা স্থালেই তিনি মারা যান। এ সময় মাইক্রোবাস টি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে আশপাশের লোকজন এসে মাইক্রোবাসটি আটক করে।

পরে পুলিশ এসে সুরতহাল শেষে মরদেহটি উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

আলমডাঙ্গায় পুকুর থেকে বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় পুকুর থেকে সুরাজ বেগম (৯২) নামে এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। শনিবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের একটি পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

মৃত সুরাজ বেগম একই গ্রামের মৃত উমেদ মন্ডলের স্ত্রী। স্থানীয়রা

জানান, গতকাল শনিবার বিকেলে ওই গ্রামের ঝুনু বিশ্বাসের পুকুরের পাশে শিশু-কিশোররা খেলা করছিলো।

এসময় পুকুরে ভিতর এক বৃদ্ধার লাশ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজনকে খবর দেয়। পরে ওই পুকুর থেকে বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। তিনি দীর্ঘদিন থেকে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। সকাল থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জানিয়েছে তার পরিবার।

কুষ্টিয়ায় এসপি খাইরুল আলমের নেতৃত্বে লকডাউনে মাঠে নেমেছে পুলিশ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ। এই জেলায় সম্প্রতি আশঙ্কাজনক হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায়

শনিবার দুপুরে লকডাউন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সকল ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, শপিংমল, দোকান,রেস্টুরেন্ট, পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার, বিনোদন কেন্দ্র, জেলার অভ্যন্তরে আন্তঃজেলা ও দুরপাল্লার সকল ধরণের গণপরিবহণ চলাচলের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ সফল করতে পুলিশ সুপার খাইরুল আলমের নেতৃত্বে পুলিশ লাইন্স থেকে সচেতনতামুলক বিশাল মটর শোভাযাত্রা বের হয়। বিধি নিষেধ কুষ্টিয়া পৌর এলাকাসহ সমগ্র জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্ণিত বিধি নিষেধ শতভাগ বাস্তবায়নে জেলা পুলিশ, কুষ্টিয়ার বহুমুখী পদক্ষেপের মধ্যে কুষ্টিয়া পৌর সভার আওতাধীন এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় চলাচল বন্ধে বারখাদা ত্রিমোহনী মোড়, বটতৈল মোড়,লাহিনী বটতৈল মোড়,মোল্লাতেঘরিয়া মোড়,মিলপাড়া রেলক্রসিং,হরিপুর শেখ রাসেল সংযোগ সেতুর উত্তর প্রান্ত,জগতি রেল বাজারসহ বিভিন্ন প্রবেশ পথে ব্যারিকেড এবং চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

এ উপলক্ষে জনসচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষে কুষ্টিয়ার সৎ ও সাহসী পুলিশ